যুগান্তর

26 MAR 2009
২৫

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে আইটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে : প্রধানমন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট ১৯

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশে প্রতি বছর ১০ হাজার প্রোগ্রামার তৈরির জন্য সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত। অচিরেই দেশে সব ধরনের ই-টিকিট, ই-বিল, ই-টেন্ডারসহ ই-গভর্নেন্স চালু করা হবে। বুধবার চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করা। তাই একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়ন আমাদের সম্মুখে একই সঙ্গে চ্যালেঞ্জ ও

হবে : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সম্ভাবনা। তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ও সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তিনি আশা করেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংগঠক ও গবেষকদের সর্বাত্মক সহযোগিতা পাবেন।

প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৮ সালের কথা স্মরণ করে বলেন, তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার কম্পিউটার এবং এর যন্ত্রাংশের ওপর থেকে যাবতীয় শুল্ক প্রত্যাহারের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ শিল্পের যাত্রাপথকে সাবলীল করেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে ছাত্রসমাজ কম দামে কম্পিউটার ও কম্পিউটার পণ্যসামগ্রী কিনতে পারছে। তিনি আগামী প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তুলতে ২০১৩ সালে মাধ্যমিক স্তরে এবং ২০২১ সালে প্রাথমিক স্তরে আইটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। তিনি তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করেন। তিনি বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০০৯-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে এর সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করেন।

স্বাগত বক্তব্যে বিসিএস সভাপতি মোস্তাফা জব্বার বলেন, সরকারি বিভিন্ন অফিস, আদালত, ভূমি রেকর্ড, রাজস্ব বোর্ড, প্রতিরক্ষা বিভাগসহ সব স্তরে কম্পিউটার ব্যবহারের ব্যবস্থা করুন। এছাড়া স্কুলের শিক্ষার্থীদের হাতে অতি দ্রুত কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের সুবিধা পৌঁছে দেয়ারও অনুরোধ জানান তিনি।

বাণিজ্যমন্ত্রী লে. কর্নেল (অব.) ফারুক খান বলেন, বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই তাদের কার্যকলাপে প্রমাণ করেছে, তারা তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন। তিনি আরও বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞানসম্পন্ন জনগণই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত করবে।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত তার বক্তব্যে বলেন, কম্পিউটার শিক্ষায় উন্নতি করতে পারলেই দেশের উন্নয়ন হবে। এজন্য আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কম্পিউটার শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে। এতে করে দেশের বিকাশমান সফটওয়্যার শিল্প রফতানিমুখী শিল্পে পরিণত হবে।

এ ধরনের মেলা দেশে এই প্রথম। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা চলবে এবং ২৮ মার্চ সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা ও সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সব দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান

বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার নির্বাচনী ইশতেহার 'দিনবদলের সনদ' বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আধুনিক ও কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার অঙ্গীকার করেছেন।

বুধবার সকালে ওসমানী মিলনায়তনে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০০৯ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, তার সরকার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করতে চায়। এ লক্ষ্যে তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

স্বাধীনতা অর্জনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা স্মরণ করে বলেন, দেশ এখনও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে পারেনি। স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরও ক্ষুধা-দারিদ্র্য, নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা না হওয়ার জন্য তিনি বারবার বাধাগ্রস্ত করাকে দায়ী করেন।

সরকার এ বছর অনন্য সাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ চারজন ব্যক্তিত্বকে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করে। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন— সাহিত্যে আবদুল গাফফার চৌধুরী, সংস্কৃতিতে আবদুল মতিন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে প্রফেসর এএম হারুন অর রশীদ এবং সমাজসেবা ও জনসেবায় মরহুম আইডি রহমান (মরণোত্তর)। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রত্যেককে ১ লাখ টাকা ও স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

আবদুল মতিনের পক্ষে তার বোন বেগম রাজিয়া মতিন চৌধুরী এবং আইডি রহমানের পক্ষে তার মেয়ে তানিয়া হক পুরস্কার গ্রহণ করেন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব আবদুল আজিজের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন আবদুল গাফফার চৌধুরী।

প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।